দৈনিক খবর

তারিখ 01 DEC 1992

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৩

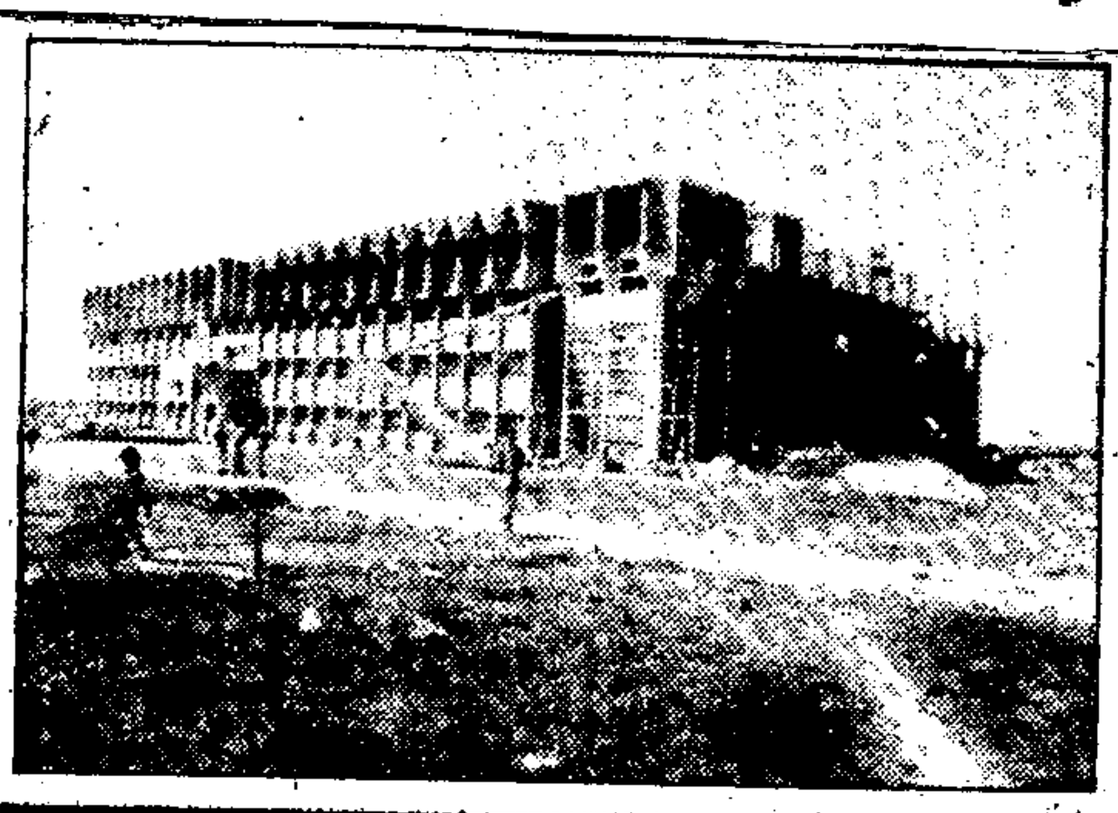

বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদানে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

● শাহজাহান আলম সাজু ●

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাথে এ প্রতিনিধি কথা বলে জানতে পেরেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকেই বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারীতার ঘটনা ঘটছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে উপাচার্যের আত্মীয়-স্বজন কিংবা জামায়াত-শিবিরের সমর্থিত ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা কিছুদিন পূর্বে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সমাপ্ত করে বের হয়। চারটি বিভাগের দুইটি ব্যাচের ছাত্ররা এক সাথে মাষ্টার ডিগ্রী পাস করে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শরীয়া অনুষদ থেকে পাস করা শিবির নেতা রুহুল আমীন এবং আব্দুর রহমান আনোয়ারীকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ একই অনুষদের অপেক্ষাকৃত অধিক মেধাবী ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভকারী এরশাদুল বারী এবং ছাত্র দল নেতা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পরও ইয়াকুব আলীকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ছাত্রদের অভিযোগ রুহুল আমীন এবং আব্দুর রহমান ইসলামী ছাত্র শিবিরের উচ্চ পর্যায়ের নেতা ছিলেন বলেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুরোধে ভিসি তাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। অপরদিকে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম ব্যাচের ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট এবং বোর্ডস্ট্যান্ডধারী ছাত্র ইব্রাহীম হোসেন ও দ্বিতীয় ব্যাচে ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট মনোয়ার হোসেনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। কারণ উক্ত দুইজনের কেউই জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত নন। সম্প্রতি শিবিরের একজন শিবির ক্যাডারকে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ উক্ত শিবির নেতার মাদ্রাসায় দাখেল (এসএসসি) এবং আলেম (এইচএসসি) দুইটিতে তৃতীয় বিভাগ। উক্ত শিবির নেতা দলীয় প্রচেষ্টায় সৌদী আরবে একটি ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন কিন্তু উক্ত ডিপ্লোমার বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। তথাপিও উক্ত শিবির নেতাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে উক্ত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল-কুরআন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর (এমএ) পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপাচার্য নিজে এ ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করলে সভায় উপস্থিত সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ্ উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও উপাচার্য ছয় মাসের জন্য শিবিরের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত সেই ব্যক্তিকে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের চাপের মুখে ভিসি উক্ত নিয়োগ বাতিল করেছেন। আরেক অভিযোগে জানা গেছে, আরবী বিভাগে একজন প্রভাষক নিয়োগ দিয়ে তার কাছ থেকে একটি সংগঠন দশ হাজার টাকা এবং একটি মোটর সাইকেল দাবী করে। উক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বেই একটি বিশেষ সংগঠনকে দশ হাজার টাকা দেন। কিন্তু নিয়োগ প্রাপ্তির পর সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী একটি মোটর সাইকেল না দেয়ায় ছাত্র সংগঠনটির কতিপয় সন্ত্রাসী সেই শিক্ষককে তার বাসা থেকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিতে চাইলে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত শিক্ষক তার দলীয় শিক্ষকদের সংগঠনে বিচার প্রার্থী হলে ঘটনাটি উপাচার্যের নিকট পেশ করা সত্ত্বেও উপাচার্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। কোনরকম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে উপাচার্য তার আত্মীয়-স্বজনদে নিয়োগ দিয়েছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ভিসি'র কার্যালয়ে দু'জন শাখা কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একজন সেকশন অফিসারের ন্যূনতম যোগ্যতা ডিগ্রী পাসসহ কমপক্ষে দশ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা এমএ পাস এবং ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। কিন্তু আসলাম নামের ভিসি'র একজন নিকটাত্মীয়কে শাখা কর্মকর্তা হিসেবে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে কিছুদিন পরই স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয় অথচ উক্ত আসলাম একজন বিএ পাস এবং তার একদিনেরও কোন অভিজ্ঞতা নেই। আঃ লতিফ নামে অপর একজনকে মাষ্টার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে শাখা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কিছুদিন পরই স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ তারও একদিনের কোন অভিজ্ঞতা নেই। জানা গেছে, আঃ লতিফও বৈবাহিক সূত্রে ভিসি'র আত্মীয় হওয়ার কথা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে কেরানীর পদে দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকরি করে আসছেন এমন বহু এমএ পাস কিংবা বিএ পাস ব্যক্তিদের প্রমোশন দূরের কথা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ পর্যন্ত করা হয়নি। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে এম এ ডিগ্রীধারী সাইফুল ইসলাম, সকিকুল ইসলাম, জেবুন্নেছা, শাহীন আক্তার, কাইসার আহমেদ, হারুনসহ কয়েকজন নিম্নমান সহকারী পদে অস্থায়ী কিংবা দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরি করে আসছেন। এছাড়াও মঈনউদ্দীন, রৌশন, জিয়াউদ্দীন, আরিফসহ কয়েকজন নিম্নমান ও উচ্চমান সহকারী পদে কেউ কেউ ১০ বছর যাবৎ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করলেও তাদের অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি, এমনকি তাদের চাকরি স্থায়ী পর্যন্ত করা হয়নি। উপাচার্য তার অন্য আরেকজন আত্মীয় নজরুল ইসলামকে পরিকল্পনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে উক্ত নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ডের রাজশাহী অঞ্চলের ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত ব্যক্তিকে প্রথমে অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিকল্পনা পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় এবং কিছুদিন পরই স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়। লাইব্রেরীয়ান পদে প্রায় এক বছর পূর্বে দরখাস্ত আহবান করা হয়। কয়েকজন প্রার্থী আবেদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান মুসলেহ উদ্দীন একজন প্রার্থী ছিলেন। উক্ত পদের জন্য যে সমস্ত শর্ত চাওয়া হয়েছিল মুসলেহ উদ্দীনের সকল শর্ত পূরণ করে অতিরিক্ত কিছু অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়োগ না দিয়ে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ মুসলেহ উদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করে আসছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রায় ১২ বছর যাবৎ চাকরিসহ তার চাকরির অভিজ্ঞতা দুই যুগ